بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

আমাদের খিলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকা উচিত এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার জন্য যেকোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০ মে, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

واقسموا باللہ جھد ایمانھم لئن امرتھم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفۃ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تھتدوا وما علی الرسول الا البلغ المبین۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصلحت لیستخلفنھم فی الارض کما استخلف الذین من قبلھم ولیمکنن لھم دینھم الذی ارتضی لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ھم الفسقون۔ واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে জামা'ত আহ্‌মদীয়া-তে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ ১১৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন আকারে ১৯০৮ সালে এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়। সুতরাং, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জামা'ত আহ্‌মদীয়া-র প্রতি এক বিশাল অনুগ্রহ যে আমরা এমন একটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, যার বিষয়ে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, মসীহ্ ও মাহ্‌দীর আগমনের পর এক নতুন যুগের সূচনা হবে, যেটা হবে ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ এবং এই যুগেই খিলাফতের ধারা শুরু হবে, যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে করেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে নবুয়ত কায়েম থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন, তারপর তিনি এটিকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর খিলাফত 'আলা মিনহাজি নবুওয়ত' (নবুয়তের রীতি অনুযায়ী খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, এই নিয়ামতও উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর নির্দয় রাজতন্ত্র আসবে, তারপর আরও কঠোর স্বৈরশাসন আসবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন। তারপর আবার খিলাফত আলা মিনহাজি নবুওয়ত কায়েম হবে। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।' এই ছিল মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী, যার ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর এক নতুন যুগের সূচনা হয়, এবং তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে তেলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, খোদাতা'লা মুসলমানদের সাথে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল মাত্র ৩০ বছর, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি শুধু ৩০ বছরের জন্য ছিল না-এটা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.) এটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। সুতরাং, আমাদের, আহ্‌মদীদের মনে রাখতে হবে যে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করার অঙ্গীকার করেছি, কিন্তু এর কিছু শর্ত রয়েছে। সুতরাং, এই শর্তগুলি পূরণ করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

"সুতরাং হে প্রিয়জনেরা! যেহেতু আদিকাল থেকে খোদাতা'লার বিধান এই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন শত্রুদের দু'টি মিথ্যা আনন্দকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন... আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত (শক্তি) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এই কথাটি বলেছিলেন, তখন জামা'ত কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং হাতে গোনা কয়েকজনই বিদেশে ছিলেন। কিন্তু তিনি (আ.) এক ভিন্ন রূপে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করে দিয়েছিলেন যে, 'প্রত্যেক দেশে এই দোয়া করা হোক।'-অর্থাৎ ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে, যখন জামা'ত আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আজ আমরা সেই যুগ প্রত্যক্ষ করছি যখন জামা'ত আহ্‌মদীয়া সারা বিশ্বে বিস্তারলাভ করেছে এবং প্রতিটি স্থানে খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, এবং ভবিষ্যতেও সবসময় আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের তাঁর অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন, কারণ এটি আল্লাহ্‌র এক প্রতিশ্রুতি। অতএব, আমাদের উচিত খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা এবং খিলাফতের ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত ও অটুট রাখার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা।

কিছু লোক মনে করে, হয়তো জামা'ত আহ্‌মদীয়া-তেও খিলাফত একসময় রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। এই ধারণার তীব্র প্রত্যাখ্যান করেছেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)। তিনি বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতা ও তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) কায়েম থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ জামা'ত আহ্‌মদীয়া-তে রাজতন্ত্র আসবে না। খিলাফতের যে ব্যবস্থাপনাটি বিদ্যমান, তা আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে একটি এমন ব্যবস্থা, যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো ধরনের পার্থিব রাজতন্ত্রের স্থান নেই। খলীফাতুল মসীহ্ তো রাতে উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দোয়া করেন, কোনো পার্থিব রাজা কি এমন কাজ করে? সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা যদি এই কথাগুলো মনে রাখি এবং অনুসরণ করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা সফল হব।

খিলাফত এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করে দেন। এটাই আল্লাহ্‌র সহায়তা ও সমর্থন, এবং প্রতিটি খিলাফতের যুগেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। আজ বিশ্বজুড়ে আপনি যদি তাকান, দেখবেন-জামা'ত আহ্‌মদীয়াই একমাত্র জামা'ত, যা একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার অধীনে আবদ্ধ, এবং আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে, জামা'তের সঙ্গে এবং খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণে, আল্লাহ্‌র অনেক অনুগ্রহ তাঁদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। এটা সত্য যে, জামা'ত আহ্‌মদীয়ার ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা রকম নির্যাতন চালানো হচ্ছে-বিশেষ করে পাকিস্তানে এবং কিছু অন্যান্য দেশে। তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, সবাই তাঁদের ঈমানের ওপর অটল রয়েছেন এবং এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে টিকে আছেন যে-এই

কষ্টগুলো আমাদের আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আর এর প্রতিদানে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর যে অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করছেন, তার কোনো তুলনাই হয় না।

অতএব, যদি আমরা খিলাফতের প্রকৃত বরকত লাভ করতে চাই এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রকৃত অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সব ধরনের শিরক্ থেকে, আত্মমর্যাদার অহংকার থেকে এবং দম্ভ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। এরপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, এরা এমন লোক, যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। প্রত্যেক আহ্‌মদীর উচিত আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ স্মরণ রাখা। প্রত্যেক আহ্‌মদী, যে নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করে অথবা নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে চায় এবং খিলাফতের বরকত লাভ করতে চায়-তার অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, আমাদের নামায কায়েম করার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নামায কায়েম করার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে এক স্থানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেনঃ সালাতের সর্বোত্তম অংশ হলো জুমুআর নামায, যেখানে ইমাম খুতবা প্রদান করেন এবং নসিহত করেন, যার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও একতা সৃষ্টি হয়। সকলের কিবলা একটি দিকেই থাকে।

আজকাল আমি ইসলামী ইতিহাস নিয়ে কথা বলছি, মহানবী (সা.) এর জীবনী সম্পর্কেও আলোচনা করছি। এতে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আসে, যা আমাদের জন্য উপদেশস্বরূপ, এবং মানুষ এগুলো থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করছে। অতএব, খিলাফতই সেই মাধ্যম, যা আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে জামা'ত আহ্‌মদীয়ার মধ্যে একতা ও ঐক্য গঠিত হয়েছে। আজ বিশ্বের ২১৫টি দেশের প্রতিটি আহ্‌মদীই এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি একক সত্তা হিসেবে আবদ্ধ এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা যাকাত প্রদান করার নির্দেশও দিয়েছেন। এটি ধন-সম্পদকে পবিত্র করার জন্য অপরিহার্য। এর সঙ্গে অন্যান্য আর্থিক ত্যাগও অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা দেখি, শুধু জামা'ত আহ্‌মদীয়ার মাধ্যমেই এই আর্থিক ব্যবস্থাপনাটি কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

হুযূর আনোয়ার বলেনঃ কিছু কিছু স্থানে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে কিছু কঠোরতার সম্মুখীনও হতে হচ্ছে। কিন্তু আহ্‌মদীরা এই সমস্ত কষ্ট-দুঃখ দেখে শুনেও এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে থাকে যে, আমাদের মধ্যে খিলাফতের ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে; যে ব্যবস্থা আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয় এবং আমাদের প্রয়োজনগুলো পূরণের চেষ্টা করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন-দুনিয়ায় বহু বিপর্যয় ও ঘটনার আবির্ভাব হবে। কিছু বিপর্যয় তো প্রাকৃতিক, আবার কিছু মানুষের নিজের ভুল ত্রুটির কারণে-যার ফলে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে এবং নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদ নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। যদি এসব লোক এখনো আল্লাহ্‌তা'লার দিকে মনোযোগ না দেয়, তবে পৃথিবীতে এমন এক ধ্বংস আসবে, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বহুবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সুতরাং, যারা খিলাফতের সাথে সংযুক্ত, তাদের দায়িত্ব হলো-এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যে, আমাদের পৃথিবীকে এই ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার দিকে ফিরে আসে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত-আমাদের সকল সামর্থ্য ও যোগ্যতা কাজে লাগানো, এবং আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানি করতে সদা প্রস্তুত থাকা। একইভাবে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কও আল্লাহ্‌তা'লার সাথে আরও দৃঢ় করতে হবে, যেন আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ প্রতিটি আহ্‌মদীর ওপর অবতীর্ণ হয় এবং সে নিজে ও তাঁর বংশধরগণ এসব বিপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। কারণ এসব বিপর্যয় এত ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে যে ভবিষ্যতে কী অবস্থা হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। অতএব, সর্বদা মনে রাখুন, আজ পৃথিবীর টিকে থাকার একমাত্র উপায় হলো খিলাফতে আহ্‌মদীয়ার সঙ্গে জুড়ে থাকা।

হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন যে, হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন-আল্লাহ্তা'লা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, এই দুনিয়ার সমাপ্তি ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা আমার সব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন-কিছু আমার জীবদ্দশায় এবং কিছু আমার পরে। সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো-আমরা যেন আমাদের অন্তরে আল্লাহ্র মহিমা প্রতিষ্ঠা করি, এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহ্তা'লার তাওহীদের প্রকাশকারী হই, পরিপূর্ণ আনুগত্যের নমুনা পেশ করি এবং ঈমানে ক্রমাগত উন্নতি সাধন করতে থাকি। আল্লাহ্তা'লা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা সবাই খিলাফতে আহ্মদীয়ার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য সদা প্রস্তুত থাকি এবং আমরা যে অঙ্গীকার করি, তা যেন সত্যিকার অর্থে পালনকারী হই। আল্লাহ্তা'লা আমাদের জীবনে এমন এক সময় নিয়ে আসুন-যখন আমরা দেখতে পাবো যে, আল্লাহ্র একত্ববাদের পতাকা সারা বিশ্বে উত্তোলিত হচ্ছে এবং মানুষ দলে দলে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে প্রবেশ করছে ও আল্লাহ্র পরিপূর্ণ অনুগত বান্দা হওয়ার চেষ্টা করছে। এই দিনই আমাদের জন্য সবচেয়ে বরকতময় দিন হবে, যখন আমরা বলবো-আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ আমরা সেই প্রতিশ্রুতির বরকত লাভ করছি, এবং এ ধরনের দিনগুলোই হবে সেই দিন, যা দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্তা'লা যেন আমাদের আত্মশুদ্ধির তৌফিক দান করেন এবং যেন আমরা তাঁর বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছাতে পারি।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) জনাব কর্নেল ড. পীর মোহাম্মদ মুনীর সাহেব (সাবেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ফযলে উমর হাসপাতাল, রাবওয়া) এবং মোকাররমা সলীমা জাহিদ সাহেবা (স্ত্রী, সামি উল্লাহ জাহিদ সাহেব, মুবাল্লিগ, বর্তমান কানাডা) - এই দুইজনের নামাযে জানাযার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তাঁদের মাগফিরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত : ১. জিয়াউল হক (সত্যের জ্যোতি), ২. নিশানে আসমানী (ঐশী নিদর্শনাবলী) এবং ৩. সীরাতুল আবদাল (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনচরিত)। পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

30 May 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat